বাস্তুশাস্ত্র ও ফেংশুই
মিঠু ঘোষাল

বাস্তুশাস্ত্র -

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী বাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মি,মহাজাগতিক শক্তি,বাতাসের গতিবেগ,চৌম্বক ক্ষেত্র,মাধ্যাকর্ষণ,মৌসুমি বায়ু প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হয়। বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগে যে যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লাগে,সেগুলো হল-১)কম্পাস,২)মেজারিং টেপ,৩)সেট স্কয়ার ৪৫ডিগ্রি ও ৬০ডিগ্রি,৪)প্রডেক্টর,৫)মেট্রিক কার্ডবোড স্কেল,৬)ওলন,৭)সূতো,৮)নেল,৯)লেভেল ইনস্ট্রুমেন্ট,১০)ড্রয়িং সিট প্রভৃতি। বাস্তুসম্মত ভাবে বাড়ি তৈরী করলে তার সুফল ফলে মোটামুটি ৩০-৬০ দিনের মধ্যে। বাস্তুকারেকশনের সুফল মেলে মোটামুটি ১৫-৬০দিনের মধ্যে। অধরা ভাগ্য পরিবর্তনে বাস্তুশাস্ত্রের নাকি মোটামুটি ৬০-৭৫ভাগ ভূমিকা থাকে।

বাস্তুশাস্ত্র সম্মত ভাবে বাসস্থান নির্বাচন,বাড়ি তৈরী ও ঘর সাজানো,বসবাসের জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগুলোর অনুসরণ করুন-

- জমি কেনার সময় তার গঠন আকৃতি ও দিক ভালো করে দেখে নিন। মনে রাখবেন যে,ঊর্ধদিক থেকে মহাজাগতিক শক্তি মেলে আর অধঃদিক থেকে মেলে মহা ভূশক্তি। সূর্যভেদী জমি পুরুষদের জন্য,চন্দ্রভেদী জমি মহিলাদের জন্য। পুরুষদের ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম দিক। মহিলাদের ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ দিক। মতান্তরে যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর দিক হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে মুখযুক্ত জমি খুব ভালো।

- বাড়ির প্রথম স্তম্ভটা অগ্নি কোণে সর্ব প্রথমে নির্মান করবেন। যেদিকে গৃহ প্রবেশের মুখ থাকবে,সেদিকের বাঁ পাশের জমির দৈর্ঘ্যের ১/৯ ভাগ দরজার প্রস্থের গঠন করবেন।

- বাস্তুজমির দক্ষিনে পাকুর,পশ্চিমে বট,উত্তরে যজ্ঞডুমুর,পূর্বে অশ্বথথ গাছ রাখতে নেই। বাস্তুজমিতে কাঁটা,আঠা যুক্ত গাছ, ক্ষীর বৃক্ষ লাগাবেননা। বাড়ির গায়ে যেন সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত গাছের ছায়া না পড়ে। জমিতে যেন বেশী গর্ত,খানাখন্দ না থাকে। অগ্নি,নৈঋত,বায়ুকোণে গর্ত বা কূপ রাখবেননা। জমির সামনে/পিছনে যেন শ্মশান,কবর না থাকে। জমি/বাড়িতে যেন দেবালয়ের ছায়া দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রহরে না পড়ে। জমির চারদিকেই কিম্বা উত্তর বা পূর্বে রাস্তা থাকা শুভ।

- বাড়ি তৈরীর জন্য জমি আয়তকার ও তার দৈর্ঘ্য - প্রস্থের অনুপাত ১:২ হওয়া সবচেয়ে শুভ। তবে মূল বাস্তুভূমি চতুষ্কোণ হওয়া সবচেয়ে মঙ্গলজনক। জমি ত্রিভূজ, ডিম্বাকার, গোলাকার হলে তার থেকে আয়তকার জায়গা বের করে নিয়ে বাকি জায়গা অব্যবহৃত রাখবেন। অগ্নি, ঋত বা পশ্চিম দিকের জমি উঁচু হওয়া শুভ। কিন্তু,পূর্ব,উত্তর কিম্বা ঈশান কোণ উঁচু না হয়ে যেন ঢালু হয়। জমির দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে হওয়া শুভ। বাড়ি তৈরীর আগে জমি খুঁড়ে ওপরের মাটি সরিয়ে তার বদলে অন্য জায়গার মাটি এনে ভরাট করলে ভূমির দোষ কেটে যায়। ব্রহ্মস্থলে স্তম্ভ বা ভারী নির্মান করা উচিত নয়। এই দোষ কাটাতে বিদেশ থেকে কোয়ার্টজ পাথর এনে ব্রহ্মস্থলের কাছে জমি খুঁড়ে বসাতে হয়। উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকে বেশী জায়গা খালি রাখতে নেই। পশ্চিম দিকের চেয়ে পূর্ব দিকে বেশী জায়গা খালি রাখা ভালো। জমির মনুষ্যখন্ড ও গন্ধর্বখন্ডে বাড়ি বানান। বাড়ির প্রথম স্তম্ভটি বানান অগ্নি কোণে।

- ঠাকুরঘর বানান উত্তর-পূর্ব কোণে। আঁতুড় ঘর করুন উত্তর-পূর্ব দিকে। সন্তান সম্ভবাদের উত্তর-পূর্ব দিকে থাকা ভালো। পড়ার ঘর করুন উত্তর দিকে। কিন্তু, পড়তে হবে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে বসে। মেয়েকে রাখুন উত্তর-পশ্চিম দিকের ঘরে। ছেলেকে রাখুন পূর্ব বা উত্তর দিকের ঘরে। অতিথিদের জন্য ঘর বানান উত্তর বা পশ্চিম দিকে। ড্রয়িংরুম করুন পশ্চিম দিকে। পড়ার ঘর পূর্ব বা উত্তর দিকে তৈরী করুন। ছোটদের ঘর করুন উত্তর দিকে। মাস্টার বেডরুম তৈরী করুন দক্ষিন-পশ্চিম দিকে। কিচেন দক্ষিন-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম দিকে তৈরী করুন। ডাইনিং রুম বানান পূর্ব বা পশ্চিমমুখী করে। বাথরুম বানান পূর্ব দিক করে। ভাঁড়ারঘর,গ্যারেজ,পরিচারকদের বাসস্থান,পশুদের থাকার জায়গা করুন উত্তর-পশ্চিম দিকে। ব্যালকনি করুন উত্তর বা পূর্বমুখী করে। পশ্চিম দিকে করুন ঢাকা জায়গা। বৈদ্যুতিক জিনিসের ঘর করুন অগ্নি কোণে। বাড়ির ছাদের ওপর জলাধার করুন দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে তা করুন দক্ষিন-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক করে। বাড়ির ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষীর ঘর যেন থাকে বাড়ির মালিকের প্রধান দরজার কাছে। নিরাপত্তারক্ষী সপরিবারে থাকলে তার ঘর থাকবে প্রধান দরজার বাঁ দিকে। নলকূপ,জলের সংস্থান রাখুন বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে। টয়লেট ,জলনিকাশি ব্যবস্থা রাখুন বায়ু,ঈশান বা উত্তর দিকে। মিটারবক্স রাখুন দক্ষিন-পূর্ব দিকে। পুকুর,সুইমিংপুল,জলাধার বানান পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে। টিউবওয়েল রাখুন উত্তর-পূর্ব দিকে। মাচা রাখতে চাইলে রাখুন দক্ষিন দিকে। সিঁড়ির দরজা পূর্ব বা দক্ষিনে রাখুন। বাড়ির দক্ষিন-পশ্চিম,পশ্চিম বা উত্তরে ডান দিকে সিঁড়ি করুন। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশকে উত্তর-পূর্বাংশের তুলনায় উঁচু রাখুন। বাড়ির দেওয়ালও তৈরী করুন সেই ভাবে। বাড়ির একতলার দরজার ঠিক ওপরে দো-তলা,তিনতলার দরজা বানাবেননা। বাড়ির ক্ষেত্রে গাছ লাগান পশ্চিম দিকে (গ্রামের দিকে বাড়ি হলে পশ্চিম দিকে বাঁশঝাড় রাখুন)। পূর্ব দিকে উঁচু গাছ বা বাড়ি না থাকাই মঙ্গল। বাড়ির একাধিক প্রবেশদ্বার থাকা ভালো নয়। তবে রাখতেই হলে তা রাখুন পূর্ব দিকে। বাড়ির বাইরে যাওয়ার একাধিক রাস্তা করলে তা পূর্বদিকে রাখুন। বাড়ির প্রবেশদ্বার যেন হয় উত্তর,উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব দিকে। উত্তরমুখী, পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বমুখী দরজা বানিয়ে তার বামদিকে একপাশে জলপাত্র রাখুন। পশ্চিম বা উত্তরমুখী দরজা হলে দরজায় লাগান ঘোড়ার ক্ষুর।

- আঁতুড় ঘর করুন উত্তর-পূর্ব দিকে। সন্তান সম্ভবাদের উত্তর-পূর্ব দিকে থাকা ভালো।

- ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দক্ষিন বা পশ্চিমে রাখুন। ফ্ল্যাটের লিফট রাখুন দক্ষিন বা দক্ষিন-পশ্চিমে। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কার পার্কিং এর স্থান করুন উত্তর-পূর্ব দিকে। ফ্ল্যাটের বাউন্ডারি ওয়াল উত্তর-পূর্বের চেয়ে দক্ষিন-পশ্চিমে একটু বেশী উঁচু রাখা ভালো। প্লটগুলো যেন থাকে উত্তর-দক্ষিনে সমকোণ(৯০°)-এ। ফ্ল্যাটের প্রতি প্লটের মুখ রাখুন পূর্ব বা উত্তর দিকে। জমির স্তর যেন দক্ষিন-

পশ্চিমে উঁচু এবং,উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিকে ঢালু হয়। প্রতি টি ঘরের দেওয়াল যথা সম্ভব পৃথক রাখুন। দেওয়ালগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় না থাকে। বহুকোণযুক্ত ফ্ল্যাট ভালো নয়। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংএর ক্ষেত্রে প্রথম তলের তুলনায় অন্য তলগুলোর উচ্চতা১/১২ অংশ কম রাখুন। সার্বজনিক কূপ,নলকূপ ইত্যাদি বানান উত্তর কিম্বা পশ্চিম দিকে। কলোনিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার রাখুন দক্ষিনে বা পূর্বে। কলোনীতে নির্মীয়মান বিল্ডিংগুলোর মধ্যবর্তী সড়কপথ যেন নির্মিত বিল্ডিংএর যে কোনও তলের উচ্চতার দ্বিগুণ হয়। সড়কপথ রাখুন উত্তর ও পূর্বদিক বরাবর। এই উত্তর ও পূর্ব দিক যথা সম্ভব খোলামেলা রাখুন।ফ্ল্যাটের ঘরের প্রবেশদ্বার পূর্ব বা উত্তরে রাখুন। চারপাশের কিছুটা জমি খালি রেখে বিল্ডিং বানান।ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে পার্ক,ফুল বাগান রাখুন উত্তরে বা পূর্বে বা উত্তর-পূর্ব কোণাংশে।

- জানালা করুন উত্তর বা পূর্ব দিকে। সমস্ত দরজা,জানালার উচ্চতা সমান রাখুন। কিন্তু,ভিন্ন ভিন্ন তলের দরজার উচ্চতায় পার্থক্য রাখুন। ঘরে ভেন্টিলেটর রাখা ভালো। ১০ফুট ইঞ্চি**x** ১০ফুট যদি ঘরের মাপ হয় এবং তার সাথে অন্য ঘর সংযুক্ত না থাকে,তাহলে চারপাশে ৪টি পরস্পর বিপরীতমুখী ৬ইঞ্চি **x**৬ইঞ্চি বা ৯ইঞ্চি **x** ৬ইঞ্চি ভেন্টিলেটর রাখা বাস্তুমতে প্রয়োজন। ঘরের ভিতর আগুন জ্বালানো,বৈদ্যুতিন হিটার,রুম হিটার বসানো বাস্তুশাস্ত্র সম্মত নয়। উঠোনে লাগান শুধুই তুলসীগাছ।

- দরজার আর্চের মাঝখানে রাখুন 'স্বস্তিক' চিহ্ন। ঘরের দরজা,প্রধান প্রবেশ দ্বারে শঙ্খ,ওঁ চিহ্ন,ইষ্টের ছবি,দেবদেবীর মাথার মুকুট,তাঁদের হাতের অস্ত্র - ইত্যাদি রাখুন। ঘরের দেওয়ালে ছবি বিশেষ করে দেবদেবীর ছবি অবশ্য করেই রাখুন। মৃত ব্যক্তির ছবি রাখুন ঈশানকোণে। বাজপাখী, কাক, বক, পেঁচা, শকুন, পায়রা , সাপ, শেয়াল, বাঘ,শূকর-এর কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরী মূর্তি, ভৌতিক, যুদ্ধের, অপদেবতার ছবি বা মুখোশ রাখবেননা। লাল,সাদা,হলুদ,বা এদের মিশ্রিত রঙের কোমল বিশেষ তৈলচিত্র রাখুন শুধুমাত্র একটিই দেওয়ালে। বসার ঘরের ভিতর চেয়ার বা সোফাসেট এমন ভাবে রাখুন,যাতে মালিক বসেন উত্তর দিকে মুখ করে আর অতিথিরা বসেন পূর্ব দিকে মুখ করে। ডাইনিং রুমে বসে খান পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে। মাথা দক্ষিন দিকে ও পা উত্তর দিকে করে ঘুমান। আলমারী বা সেফ্‌টি ভল্ট উত্তর বা পূর্বমুখী করে খোলার ব্যবস্থা করুন। টিভি রাখুন উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিন-পূর্ব দিকে। কিচেনের মিক্সার গ্রাইন্ডার,ফ্রিজ প্রভৃতি রাখুন দক্ষিন-পশ্চিম দেওয়াল বরাবর। গোল্ড ফিস,লাল মলি,সার্ক,টাইগার, কসবি,গাপ্পি, কিসিং ফিস সমন্বিত অ্যাকোরিয়াম রাখুন ঘরের পূর্ব বা দক্ষিন-পূর্ব কোণে। কাঁটাহীন বিশেষ ধরণের মানিপ্ল্যান্ট বা ঐ জাতীয় ইনডোর প্ল্যান্ট ছোট টেরাকোটার টবে লাগিয়ে দক্ষিন দিক বাদ দিয়ে অন্য দিকে রাখুন। আয়না পূর্ব বা উত্তর দেওয়ালে রাখবেননা। ডাইনিং স্পেসে আয়না অবশ্যই রাখুন। দেওয়াল ঘড়ি লাগান পূর্ব বা পশ্চিম বা উত্তর দিকে। ওষুধ রাখুন উত্তর-পূর্ব দিকে। আঁতুরঘর করলেও এদিকেই করবেন। ঘরে রাখুন ঢাকনাযুক্ত অধাতব ডাস্টবিন। ঘরের দক্ষিন দিকে উজ্জ্বল আলো রাখুন। খাটের দক্ষিন দিকে মাথার ওপর উজ্জ্বল আলো রাখবেননা। ঘরে রাখুন অল্প উজ্জ্বল সবুজ বা নীল রঙের বেডল্যাম্প।

- সিঙ্গাল বেড হলে তার মাপ যেন হয় ৬ফুট থেকে ৪ফুট আর ডাবল বেড হলে তার মাপ যেন হয় ৬ফুট থেকে ৭ফুট। খাটের পায়ায় চওড়া নকশা থাকা ভালো কিন্তু গোল আলংকারিক কিছু যেন না থাকে। খাটের উচ্চতা যেন হয় (মেঝের থেকে) ১ফুট ৬ইঞ্চি। চৌম্বক পদার্থ দিয়ে খাট বানাবেননা। খাট ও অন্য আসবাব কাঠের হওয়াই ভালো। এই কাঠও আবার সমজাতীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সব আসবাবই যেন চাকাযুক্ত বা রিভলভিং হয়। ঘরের মোট ফ্লোর এরিয়ার ৪৫স্কে - ৫৫স্কে এ র বেশী আসবাব দিয়ে ভরবেননা। বিশেষত দক্ষিন-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম কোণে কোণাকুণি ভাবে কাপবোর্ড বা কাঠের আসবাবপত্র কৌণিকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন ডিজাইনের আসবাব তৈরী করে লাগালে ঘরের আকার-আয়তন আপাতভাবে বড় দেখায়। ভারী জিনিস রাখুন দক্ষিন ও নৈঋত কোণে। উত্তর,ঈশান ও বায়ুকোণ ফাঁকা রাখুন। তা সম্ভব না হলে হাল্কা আসবাব রাখুন। স্পেসসেভিং ফার্নিচার ব্যবহার করতে পারেন।

- মনে রাখবেন যে,বাস্তুমতে লাল রং শক্তি,মানসিক একাগ্রতা,দৃঢ়তা,আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক, সাদা রং শান্তি,শুদ্ধতা,মানসিক পবিত্রতা,বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতীক,হলুদ রং প্রতিযোগিতা,প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীক,বেগুণি রং সামাজিকতার প্রতীক,হাল্কা নীল বা সি-ব্লু রং মস্তিষ্কের চঞ্চলতা দূর করে,ঘন নীল রং আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতীক, আকাশী রং বিঘ্নহন্তা,উদ্যোগী,কঠোর মনোভাবের প্রতীক,সবুজ রং নিজের স্বতন্ত্রতা ও ব্যাক্তিত্বের প্রতীক,কমলা রং আত্মত্যাগের প্রতীক।

রাশি মেষ হলে ঘর/বাড়ির রং হিসাবে ব্যবহার করুন সাদা, আকাশী, গোলাপি, হাল্কা লাল বা হাল্কা নীলকে। বৃষ হলে সাদা বা উজ্জ্বল হাল্কা আকাশীকে। মিথুন হলে হাল্কা আকাশী,হাল্কা সবুজ, হাল্কা লাল কে। কর্কট হলে সাদা বা খুব হাল্কা হলুদকে। সিংহ হলে সাদা, গোলাপি, হাল্কা লাল, বাসন্তী বা হাল্কা হলুদকে। কন্যা হলে সাদা, আকাশী, হাল্কা সবুজ, হাল্কা হলুদকে। তুলা হলে সাদা, উজ্জ্বল আকাশী, গোলাপি, পাতিলেবুর রং বা হাল্কা লালকে। ধনু হলে হলুদ, গোলাপি, হাল্কা লালকে। মকর হলে আকাশী, হাল্কা সবুজ, হাল্কা হলুদকে। কুম্ভ হলে সাদা, আকাশী, হাল্কা সবুজ, হাল্কা হলুদকে। মীন হলে সাদা, হাল্কা হলুদকে।

পূর্ব দিকে নানা শেডের হলুদ, সাদা, রূপোলী সাদা লাগাতে পারেন। পশ্চিম দিকে লাগান নানা শেডের সবুজ, নীল,সাদা। উত্তর দিকে নানা শেডের হলুদ, সাদা, সবুজ লাগাতে পারেন। দক্ষিণ দিকে লাগান নানা শেডের সবুজ, রূপোলী সাদা ও গোলাপী বা লাল।

- বাড়িতে লাল,সবুজ দুটো তুলসী গাছ রাখুন। বাড়ির চারপাশে স্বল্প উচ্চতার ফুলের বাগান করুন। উঁচু গাছ লাগান বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাসস্থানের কাছে বাগান ও বাগানে জলাশয় তৈরী করুন। ছাদবাগান, রকবাগান,ফোয়ারাও খুব শুভ। বাড়িতে ঢোকার পথে এরিকা জাতীয় লম্বাটে পাম গাছ রাখুন। সবুজ ড্রেসিনা ঘরে রাখা যায়। পূর্ব ও দক্ষিণের সংযোগ কোণে বড় পাতার গাছ রাখুন। বাথরুমের সামনে রাখুন হলুদ পাতার ফিলোডেনড্রন। বাথরুমের দেওয়ালে দিন হলুদ রং। ঘরে ফুলের অর্কিড রাখুন। গোলাপি, হলুদ,লাল রঙের তাজা, কাটা ফুল ঘরে রাখুন। লম্বা পাম রাখুন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের পাশে।

- দরজা-জানালার পর্দা হবে যথা সম্ভব বড় ও ভাঁজ ভাঁজ করা। তাদের রং হবে খুব হাল্কা ও তাতে লতাপাতার ছবি আঁকা থাকবে। কার্পেট পাতুন লাল, সাদা, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি রং বা ওদের মিশ্রিত রঙের।

- গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে বাস্তুপূজো অবশ্য করেই করান। বাস্তু কারেকসানের এই সপ্তবিধি মনে রাখুন - সঠিক উত্তর দিক নির্ণয়। কেন্দ্র নির্ণয়। মূল পাওয়ার পয়েন্ট নির্ণয়। উত্তর পূর্ব কোণ ২ফুট বাই ২ফুট ফাঁকা রাখা। কিচেনের উত্তর পূর্বে আগুন না রাখা। খাট দেওয়াল থেকে ১০ ইঞ্চি দূরে রাখা। অশুভ শক্তি নির্ণয়।

ফেংশুই-ফেংশুই হচ্ছে ৫০০০বছরের প্রচীন চৈনিক বাস্তুশাস্ত্র। চৈনিক মনীষী ফেংশুই-এর নামানুসারে ক্রমশঃ এর এই নামকরন করা হয়েছে। ফেংশুই দর্শন তাওবাদী প্রাকৃতিক দর্শনের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে (সুস্থ,সুন্দর ভাবে)বাঁচা। ফেংশুই মতে প্রকৃতির ৫টি মৌলতত্ত্ব আছে- ১)কাঠ,২)অগ্নি,৩) পৃথ্বী,৪)ধাতু,৫)জল। এই উপাদানগুলোর দু'রকমের আবর্তন আছে-সৃষ্টিকারী আবর্তন ও ধ্বংসকারী আবর্তন। ফেংশুই-এর সর্বাধিক অনুসৃত পদ্ধতিটি হল দিকসূচক (কম্পাস) পদ্ধতি,যা মূলতঃ 'লো শু'র অর্ন্তভূক্ত।

গৃহ নির্মান তথা গৃহসজ্জা, বসবাসের ক্ষেত্রে ফেংশুই এর সার্থক রূপদানের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর অনুসরণ করুন-

- রাস্তার 'ত্র'আকৃতির বাঁকের মুখে বাড়ি থাকা ভালো। বাড়ির রং সাদা হলে, দরজাগুলোয় অন্ততঃ লাল রং লাগিয়ে দিন। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে একেবারে ওপরতলা ও একেবারে নীচের তলায় বসবাস করবেননা। প্রধান দরজা তৈরী করুন দু'পাল্লার এবং আয়তাকার করে। প্রধান প্রবেশ পথের দরজায় চৌকাঠ রাখুন। প্রবেশ পথের দরজার চেয়ে ঘরের দরজা যেন কম চওড়া হয়। বাড়ির তিনটি দরজা একেবারে সোজাসুজি করবেননা। বাড়ির অনেকগুলো প্রবেশ পথ থাকলে,একটি বাদে বাকিগুলো বন্ধ করে রাখুন। প্রধান দরজা বাথরুমের সামনে করবেননা। সদর দরজার বাইরে জুতো,চটি পড়ে থাকতে বা আয়না,অবরোধ,আসবাব থাকতে দেবেননা। বাড়ির মূল দরজার বাইরে রাখুন পা-কুয়া দর্পন। বাড়ির প্রবেশ দ্বারের সামনে কমলালেবুর গাছ রাখুন। বাড়ির দক্ষিন-পূর্ব দিকে কমলালেবুর গাছ থাকা ভালো। ফ্ল্যাটের দক্ষিন-পূর্ব কোণে রাখুন কৃত্রিম কমলালেবুর গাছ। উত্তর,পূর্ব,দক্ষিন-পূর্ব মুখী দরজার ভিতর দিক থেকে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে যে দিকটা বাঁ দিক হয়, সে দিকে পাত্রে করে জল রাখুন। সদর দরজার ভিতরের দিকের হাতলে লাগান ফেংশুই মুদ্রা বা ঘন্টা। বাড়ির উত্তর দিকে রাখুন বাঁশ গাছের ছবি। এই উত্তর দিকেই কাচ বা ধাতুর পাত্রে রাখুন গাছ।স্নান করে১মগ জলে রকসল্ট দিয়ে গায়ে ঢালুন। ২০ মিনিট করে রোজ পূর্বদিকে সবুজ মোমবাতি জ্বালান।

- খালি দেওয়ালের দিকে মুখ করে বা দরজার /খোলা জানালার দিকে পিছন ফিরে বসবেননা। কিচেন এমন করে বানান যাতে গৃহিনীর পিঠ দরজার দিকে না থাকে। সরাসরি দরজার দিকে পা করে শোবেননা। দরজার ওপরে,সামনের দিকে,পিছনের দিকে,দরজার প্রবেশ পথে ক্যালেন্ডার,ঘড়ি রাখবেননা। বিমের নীচে শুতে,বসতে নেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে রাখবেন। কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচতে আপনার মৌলতত্ত্ব দিয়ে তৈরী পাত্রে কয়েকটা স্ফটিক বল রেখে ক্যালেন্ডার বা বড় ছবির পিছনে লুকিয়ে রাখুন। বেডরুমে আয়না রাখবেননা। তবে বেডরুমের আকার 'স'এর মতো হলে বিছানার সোজাসুজি আয়না রাখুন। কিন্তু,এই আয়নায় অন্য কোনও দিকের বিশেষ করে দক্ষিন দিকের প্রতিবিম্ব পড়তে দেবেননা। ডাইনিং রুমে এমন ভাবে আয়না রাখুন যাতে ডাইনিং টেব্‌ল প্রতিবিম্বিত হয়। ডিনারটা অন্ততঃ পরিবারের সকলে একসাথে বসে করুন। স্বামী-স্ত্রী আলাদা গদিতে শোবেননা। বেডরুমে গাছ,অ্যাকোরিয়রাম বা জল জাতীয় কিছু রাখবেননা। বাথরুমের জানালায় একটি পাত্রে রাখুন অপরিশুদ্ধ নুন। নুন জলে ঘর মুছুন। তাক খোলা রাখবেননা। কিচেনে জল,আগুনকে পাশাপাশি রাখবেননা। ঝাঁটাকে লুকিয়ে রাখুন,চোখের সামনে রাখবেননা।

- ডিনার টেবিল গোল,ডিম্বাকার,অষ্টভূজাকার হওয়া ভালো। ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র রাখুন ড্রয়িংরুমের পশ্চিমদিকে। টেলিফোন,ফ্যাক্স রাখুন উত্তর-পশ্চিম কোণে। আসবাবপত্র রাখুন দরজা থেকে দূরে। ড্রয়িংরুমে আসবাব পাতুন বর্গাকারে বা গোলাকারে বা অষ্টভূজাকৃতিতে। আসবাব হবে আয়তাকার কিন্তু, তার ধার ও কোণা হবে গোল। ঘরে রাখুন মিউজিক্যাল ক্লক। হাত চিহ্নকে ঘরে রাখুন। ঘরে শুকনো ফুল,ক্যাকটাস,বনসাই রাখা ফেংশুই সম্মত নয়। বাড়ির দক্ষিন-পূর্বে জেড গাছ রাখুন। দক্ষিন-পশ্চিম কোণে রাখুন ক্রীম রঙের চীনামাটির পাত্রে হলুদ রঙের ফুল। পশ্চিম দিকে হলুদ মাটির ফুলদানিতে রাখুন ক্রিম রঙের ফুল। দক্ষিন-পূর্ব কোণে নীল সেরামিকের পাত্রে বেগুনী ফুলের গাছ লাগান। কাঠের পাত্রে মানিপ্ল্যান্টও লাগাতে পারেন। দক্ষিন দিকে লাল কাঠের পাত্রে লাল ফুল যুক্ত গাছ বা সাদা সেরামিকের পাত্রে সাদা ফুলের গাছ লাগান। দক্ষিনে রাখুন লাল রঙের ছবি। নীল ছবি বা জলের দৃশ্য এখানে রাখবেননা। রোজ ধূপ জ্বালান,পূণ্য শ্লোক উচ্চারণ করুন। দক্ষিন-পশ্চিম দিকে সবুজ গাছ লাগাবেননা। যুদ্ধ বা হিংসার ছবি রাখবেননা। বন্ধ ঘড়ি রাখবেননা। কল থেকে সমানে জল চুঁইয়ে পড়তে দেবেননা। নর্দমাকে বুজে যেতে দেবেননা। গ্যাস-বার্নারের মুখ সাফ রাখুন। কিচেন সমেত গোটা বাড়ি পরিস্কার রাখুন। দক্ষিন-পূর্বে ধাতুনির্মিত ধারালো জিনিস রাখবেননা। উত্তর-পশ্চিমে উজ্জ্বল আলো,লাল জিনিস রাখবেননা। বাড়ির চার কোণায় রোজ সামুদ্রিক নুন ছড়ান। ড্রয়িংরুমে রাখুন ফ্যামিলি মেম্বারদের স্মাইলিং গ্রুপ ফটো। বাড়ির পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রাখুন শিশুর ছবি। বাড়ির প্রধান দরজার দিকে মুখ করে মেঝে থেকে আড়াই ফুট উঁচুতে রাখুন লাফিং বুদ্ধকে। একে বেডরুম বা কিচেনে রাখবেননা। বেডরুমে টিভি রাখলে তা বিছানার দিকে মুখ করে রাখবেননা। ড্রয়িংরুমের পূর্ব,দক্ষিন-পূর্ব বা উত্তর দিকে রাখুন গোল্ড ফিস সমেত অ্যাকোরিয়াম। ফেংশুই সামগ্রি প্রিয়জনের কাছ থেকে গিফ্‌ট পান। মানিপ্ল্যান্ট চুরি করুন। পড়ার টেবিলে গোট ফিগার,নিজের ব্যবসা হলে টেবিলে কাঠের খালি বাটি,কিচেনে উইন্ডোসেলে জেডস্টোন রাখুন।অবিবাহিতরা ড্রয়ারের অর্ধেকটা,আলমারির কিছু হ্যাঙার খালি রাখুন। ছাত্ররা সকালে পড়তে বসুন রাতের বেডসিটটা চেয়ারে পেতে। ব্যর্থ প্রেমের সব চিহ্ন,ব্যর্থ প্রোজেক্টের ফাইল

নষ্ট করুন। কোনও পাপোশে নিজের কোম্পানির নাম লিখবেননা।বেডরুমে কম পাওয়ারের আলো ব্যবহার করুন।হাল্কা রঙের পর্দা লাগান। শীতকালে পর্দা ওপরে তুলে দিন। পশ্চিম দিকের ঘরে সাদা,উত্তর দিকের ঘরে নীল,দক্ষিন দিকের ঘরে লাল ও পূর্ব দিকের ঘরে সবুজ রঙের পর্দা লাগান। দক্ষিন দিকের ঘরের পর্দার নক্সা হবে ত্রিভূজাকৃতির,পূর্ব দিকের ঘরের পর্দার নক্সা হবে আয়তক্ষেত্রাকার। নবদম্পতির বেডরুমে লাগান গোলাপী রং। ঘর রং করার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে উত্তর দিকে নীল,কালো(বা সাদা,রূপালী),উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিন-পশ্চিমে হলুদ,ধূসর(বা লাল,কমলা),পূর্বে সবুজ(বা নীল,কালো),দক্ষিন-পূর্বে হাল্কা সবুজ(বা নীল,কালো) ,দক্ষিনে লাল,কমলা(বা সবুজ),পশ্চিমে সাদা,ছাই(বা হলুদ,ধূসর),উত্তর-পশ্চিমে সাদা,রূপালী(বা হলুদ,ধূসর) রং লাগানো ভালো।ভ্যানিলা,চন্দনের গন্ধ ছড়ান। ড্রয়িংরুমে রাখুন ফোয়ারা।বাড়ির উত্তর দিকে রাখুন ধাতুর ফুলদানিতে নকল সাদা ফুল। উত্তর দিকে মাটি,সীসা,কাচ,স্ফটিক রাখবেননা।

- প্রধান দরজার কাছে ভিতরের দিকে তিন পা-ওয়ালা একটা ব্যাঙকে এমন ভাবে রাখুন যাতে তার মুখ থাকে আপনার ঘরের দিকে। বাড়ির সামনের ও পাশের প্রধান দরজায় ঝোলান ২/৩টি বাঁশি। বাড়ির দক্ষিন-পশ্চিম দিকে রাখুন দুটো স্ফটিক বল। ৭দিন অন্তর এদের নুন জলে ভিজিয়ে রাখবেন। বেডরুমের দক্ষিন-পশ্চিম কোণে রাখুন লাভ বার্ডস। বাড়ির উত্তর-পশ্চিমাংশে মুদ্রায় ভরা কাচের স্ফটিক পাত্র। সন্তানের উন্নততর শিক্ষার জন্য ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে ঝুলিয়ে রাখুন স্ফটিক বল। ড্রয়িংরুমের উত্তর-পশ্চিম দিকে ঝোলান উইন্ড চাইম। স্বর্ণমুদ্রা সহ জাহাজ রাখুন। তবে তার মুখ যেন বাইরের দিকে না হয়। বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে রাখুন গ্লোব। ড্রয়িংরুমের দক্ষিন-পূর্ব দিকে রাখুন সবুজ গাছপালার ছবি।বাড়ির দক্ষিন দিকে রাখুন ফিনিক্স পাখী। বাড়ির পূর্ব দিকে রাখুন কাঠের ড্রাগন। বেডরুমে একে রাখবেননা। ঘরে রাখুন ফক,লক,সাউ-কে। ফককে রাখবেন মাঝখানে। বাড়ির উত্তরদিকে রাখুন জলবরা ছোট পাত্রে ধাতুর কচ্ছপ। তবে বেডরুমে একে রাখলে জল রাখবেননা। ড্রয়িংরুমের দক্ষিন-পশ্চিম কোণে রাখুন স্ফটিকের তৈরী ঝাড়বাতি। ড্রয়িংরুমের দক্ষিন-পশ্চিম কোণেই রাখুন পিওনিয়া ফুল। বেডরুমের দক্ষিন-পশ্চিম কোণে রাখুন ম্যান্ডারিন রাজহাঁসের ছবি। ঘরে রাখুন ঢাকনা দেওয়া টিউব লাইট। বিছানার পাশে মাথার দিকে রাখুন বড় স্ট্যান্ডযুক্ত আলো। পড়ার টেবিলের টেবিল ল্যাম্পে ব্যবহার করুন বেশী পাওয়ার। স্বস্তিক,ওম,ত্রিশূল চিহ্ন কাগজে এঁকে ঘরে টাঙান। ঘোড়ার খুরের নাল লাগান প্রধান দরজার বাইরের দিকে ।

মিঠু ঘোষাল।গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট।কিউ--১৩।বজবজ।কলকাতা-১৩৭।
মোবাইল- ৯২৩১৮১১৫৩৬,৮৯৬১৩২৬০০৮।